সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য (কর্মের শর্তাবলি) আইন, ১৯৭৪

(১৯৭৪ সনের ২১ নং আইন)

[১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪]

সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্যগণের কর্মের শর্তাবলি নির্ধারণকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্যগণের কর্মের শর্তাবলি নির্ধারণ করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল, যথা:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।- (১) এই আইন সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য (কর্মের শর্তাবলি) আইন, ১৯৭৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখ হইতে ইহা কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) ''সভাপতি'' অর্থ কমিশনের সভাপতি;

(খ) ''কমিশন'' অর্থ বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ (১৯৭৭ সনের ৫৭ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন;

(গ) ''সদস্য'' অর্থ কমিশনের কোন সদস্য।

৩। **সভাপতি ও সদস্যগণের বেতন**।- (১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, প্রতি মাসে-

(ক) সভাপতিকে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সমপরিমাণ বেতন পরিশোধ করিতে হইবে; এবং

(খ) কোন সদস্যকে সরকারের সচিবের সমপরিমাণ বেতন পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে-

(ক) প্রজাতন্ত্র বা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা কোন রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগের কোন কর্মে নিযুক্ত আছেন বা ছিলেন এইরূপ কোন ব্যক্তিকে সভাপতি বা সদস্য হিসাবে নিযুক্ত করা হয়, সেইক্ষেত্রে তিনি উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত বেতন অথবা তিনি সর্বশেষ যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই পদে চাকরি অব্যাহত রাখিলে জাতীয় বেতন স্কেল অনুসারে যে বেতন পাইতেন সেই বেতন, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা অধিক, প্রাপ্য হইবেন;

(খ) সভাপতি বা সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হইবার সময় প্রজাতন্ত্র বা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা কোন রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগের কোন কর্ম হইতে অবসরপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে সভাপতি বা সদস্য হিসাবে নিযুক্ত করা হয়, সেইক্ষেত্রে তিনি উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত বেতন প্রাপ্য হইবেন, এবং ধারা ৩(১) ও ৩(২) এর অধীন সভাপতি বা সদস্য যে বেতন উত্তোলন করিবার অধিকারী উহা হইতে কোন অবসর সুবিধা, যদি থাকে, কর্তন করা হইবে না;

(গ) সভাপতি বা সদস্য হিসাবে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি সভাপতি বা সদস্য হিসাবে দায়িত্বে থাকাকালীন প্রজাতন্ত্র বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগের কোন কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন, সেইক্ষেত্রে তিনি উপ-

ধারা (১) এ বর্ণিত বেতন প্রাপ্য হইবেন, এবং ধারা ৩(১) ও ৩(২) এর অধীন সভাপতি বা সদস্য যে বেতন উত্তোলন করিবার অধিকারী উহা হইতে কোন অবসর সুবিধা, যদি থাকে, কর্তন করা হইবে না;

৩ক। **আবাসন ভাতা ব্যতীত অন্যান্য ভাতা ও সুবিধাদি**।- সভাপতি মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সমপরিমাণ আবাসন ভাতা ব্যতীত অন্যান্য ভাতা ও সুবিধাদি এবং কোন সদস্য সরকারের সচিবের সমপরিমাণ আবাসন ভাতা ব্যতীত অন্যান্য ভাতা ও সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন।

৪। **আবাসন**।- (১) সভাপতি বিনাভাড়ায় সরকারি আবাসন সুবিধা অথবা উক্তরূপ আবাসন সুবিধার পরিবর্তে তাহার মাসিক বেতনের ৫০ শতাংশ আবাসন ভাতা প্রাপ্ত হইবেন।

(২) কোন সদস্য বিনাভাড়ায় সরকারি আবাসন সুবিধা অথবা উক্তরূপ আবাসন সুবিধার পরিবর্তে তাহার মাসিক বেতনের ৫০ শতাংশ আবাসন ভাতা প্রাপ্ত হইবেন।

(৩) সভাপতি ও সদস্যগণ প্রত্যেকে তাহার প্রকৃত আবাসিক বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস বিলের সহিত মাসিক অনধিক ১৯৫০ টাকা সমন্বয় করিতে পারিবেন।

৫। **পরিবহণ**।- (১) সভাপতি দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিনাভাড়ায় সরকারি পরিবহণ সুবিধা অথবা উক্তরূপ পরিবহণ সুবিধার পরিবর্তে মাসিক ১০০০ টাকা যাতায়াত ভাতা প্রাপ্ত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি দাপ্তরিক প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে সরকারি পরিবহণ ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে একজন সরকারি কর্মচারী কর্তৃক অনুরূপ উদ্দেশ্যে সরকারি পরিবহণ ব্যবহার করিলে সরকারের অনুকূলে যে হারে অর্থ পরিশোধ করিতে হয়, সভাপতিকে সেই একই হারে সরকারের অনুকূলে অর্থ পরিশোধ করিতে করিতে হইবে।

(২) কোন সদস্য দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিনাভাড়ায় সরকারি পরিবহণ সুবিধা অথবা উক্তরূপ পরিবহণ সুবিধার পরিবর্তে মাসিক ৬৫০টাকা যাতায়াত ভাতা প্রাপ্ত হইবেন।

৬। **টেলিফোন**।- সভাপতি ও সদস্যগণ প্রত্যেকে তাহার বাসায় সরকারি খরচে স্থাপিত একটি টেলিফোন প্রাপ্য হইবেন এবং সভাপতি বা কোন সদস্য কর্তৃক উক্ত টেলিফোনের ভাড়া বাবদ বা ব্যক্তিগত ট্রাঙ্ক-কল ব্যতীত, উহা হইতে কোন টেলিফোন কল বাবদ কোন মাশুল পরিশোধ করিতে হইবে না।

৭। **সভাপতি ও সদস্যগণের ছুটি**।- (১) কোন ব্যক্তি সভাপতি বা সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হইবার সময় যদি প্রজাতন্ত্র বা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা কোন রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগের কোন কর্মে নিযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ না করা পর্যন্ত, তিনি উক্তরূপ নিযুক্ত না হইলে যেরূপ ছুটি ভোগের অধিকারী থাকিতেন সেইরূপ ছুটি প্রাপ্য হইবেন, এবং উক্ত কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর একজন সাময়িক সরকারি কর্মচারীর ন্যায় ছুটি প্রাপ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি সভাপতি বা সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হইবার সময় যদি প্রজাতন্ত্র বা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা কোন রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগের কোন কর্মে নিযুক্ত না থাকেন, তাহা হইলে তিনি একজন সাময়িক সরকারি কর্মচারীর ন্যায় ছুটি প্রাপ্য হইবেন।

৮। **গ্রাচুয়িটি**।- কোন ব্যক্তি যদি-

(ক) সভাপতি বা সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হইবার সময়, প্রজাতন্ত্র বা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা কোন রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগের কোন কর্মে নিযুক্ত না থাকেন; বা

(খ) সভাপতি বা সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হইবার পূর্বে, তাহার প্রাপ্য কোন পেনশন, গ্রাচুয়িটি বা অন্যান্য অবসর সুবিধা ব্যতীত উক্তরূপ কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন বা উক্তরূপ কর্মে নিযুক্ত না থাকেন,

তাহা হইলে তিনি সভাপতি বা সদস্য হিসাবে প্রতি এক বৎসর দায়িত্ব পালনের জন্য তাহার এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ গ্রাচুয়িটি প্রাপ্য হইবেন এবং কর্মাবসানের পর পরিশোধযোগ্য হইবে।

৯। **ভবিষ্য তহবিল**।- (১) যেক্ষেত্রে সভাপতি বা সদস্য হিসাবে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি, তাহার নিযুক্তির সময়, কোন অংশপ্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলের (কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ড ফান্ডের) চাঁদা দাতা হন এবং তাহার নিযুক্তির পর উক্তরূপ চাঁদা দাতা হিসাবে চাঁদা প্রদান করেন, সেইক্ষেত্রে সরকার তাহার নিযুক্তির পর উক্তরূপ চাঁদা প্রদান করিবে এবং উক্ত ব্যক্তি সভাপতি বা সদস্য হিসাবে নিযুক্ত না হইলে তৎকর্তৃক যে পরিমাণ চাঁদা প্রদান করিতে হইতো উক্ত তহবিলে সেই পরিমাণ চাঁদা প্রদান অব্যাহত রাখিবে।

(২) যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি সভাপতি বা সদস্য হিসাবে তাহার নিযুক্তির সময় প্রজাতন্ত্র বা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা কোন রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগের কোন কর্মে নিযুক্ত না থাকেন, সেইক্ষেত্রে তিনি, একজন সাময়িক সরকারি কর্মচারীর উপর প্রযোজ্য শর্তে, কোন সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান করিতে পারিবেন।

১০। **ভ্রমণ ভাতা**।- সভাপতি বা কোন সদস্য দাপ্তরিক কাজে ভ্রমণ করিলে, তিনি একজন প্রথম শ্রেণির সরকারি কর্মচারীর ন্যায় ভ্রমণ ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

১১। **চিকিৎসা সুবিধা**।- সভাপতি বা কোন সদস্য একজন প্রথম শ্রেণির সরকারি কর্মচারীর ন্যায় চিকিৎসা সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।